Times Today BD

সিনিয়র রিপোর্টার | দেশজুড়ে | 16 May, 2025

তিন দফা দাবি আদায়ে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা সংলগ্ন কাকরাইল মসজিদ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।মোড় থেকে যমুনার দিকে যেতে সড়কের ডানপাশে পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে বসে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দাবির পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।

এদিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় কাকরাইল মোড়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমাবেশে যোগ দিতে পর্যায়ক্রমে বাসে করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আসছেন।এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৎস্য ভবন থেকে কাকরাইল মোড় পর্যন্ত সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

ঘোষণা অনুযায়ী, জুমার নামাজের পর থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে গণ-অনশনে বসবে।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দেখা যায়, অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী রাস্তায় বসে স্লোগান দিচ্ছেন।মোড়ে থাকা বেশির ভাগ শিক্ষার্থী সারারাত ওই জায়গাটিতে অবস্থান নিয়ে আছেন বলে জানান।এ সময় শিক্ষার্থীদের থেমে থেমে স্লোগান দিতে দেখা গেছে।শিক্ষার্থীরা, 'এক দুই তিন চার, হল আমার অধিকার', 'সিন্ডিকেটের কালো হাত, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও', 'মানি নারে মানি না, বৈষম্য মানি না' প্রভৃতি স্লোগান দিচ্ছিলেন। সকাল ১০টার দিকে সেখানে কিছু শিক্ষকদের এসে যোগ দিতে দেখা গেছে।সোয়া ১০টার কিছু পরে সেখানে একটি বাসে করে শিক্ষার্থীরা এসে পৌঁছান।সাড়ে ১০টার দিকে আরেকটি বাস এসে পৌঁছায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ২১-২২ বর্ষের শিক্ষার্থী আতাউল্লাহ আল আহাদ সকাল ১০টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রথমে জড়ো হয়েছেন।পরে সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে সবাই কাকরাইলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।তারা পৌঁছানোর পরেই সমাবেশ শুরু করা হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রইছ উদ্দীন গণ-অনশন কর্মসূচি ও সমাবেশের ঘোষণা দেন।একই সঙ্গে কাকরাইল মোড়ে অবস্থান কর্মসূচিও চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

কর্মসূচি ঘোষণা করে অধ্যাপক রইছ উদ্দীন বলেন, 'আজকে দুই দিন অতিবাহিত হতে চলছে।সরকারের কর্ণকুহরে আমাদের আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে না।আমরা এখন পর্যন্ত কোনো গ্রিন সিগন্যাল পাইনি।ওনারা (সরকার) আমাদের কথা শুনছেন না, আমাদের কথা শোনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না।

দাবি আদায়ে অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক বলেন, 'হয় দাবি আদায় হবে, না হয় আমরা স্থান ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমাদের মৃত্যু হয়।যখন আমরা গ্রিন সিগন্যাল পাব, আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে; তাৎক্ষণিক আমরা আমাদের এই কর্মসূচি সমাপ্ত করব।

দাবির ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা না আসা পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে জানিয়ে বৃহস্পতিবার রাতেও কাকরাইল মোড়ে রাত্রিযাপনের ঘোষণা দেন অধ্যাপক রইছ উদ্‌দীন।

কাকরাইলে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, আশপাশে তীব্র যানজটে ভোগান্তি

তিন দফা দাবিতে বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার অভিমুখে লংমার্চ নিয়ে যাওয়ার সময় কাকরাইলে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।এ সময় ব্যারিকেড ভেঙে যমুনার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের শেল, সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।এতে অর্ধশত শিক্ষক-শিক্ষার্থী আহত হন।এরপর বেলা দুইটা থেকে কাকরাইল মোড়ে অবস্থান নেন আন্দোলনকারীরা।তখন থেকে সেখানে তাঁদের লাগাতার অবস্থান চলছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসনবৃত্তি ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে কার্যকর করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত পূর্ণাঙ্গ বাজেট কাটছাঁট না করেই অনুমোদন করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ পরবর্তী একনেক সভায় অনুমোদন করে অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করার তিন দফা দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা।এরই অংশ হিসেবে যমুনা অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

কাকরাইল প্রধান উপদেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 27 June, 2025 01:52

URL: https://www.timestodaybd.com/public/across-the-country/2548422300